বিশ্বব্যাংক

তথ্য নির্দেশিকা

নিজেদের সাহায্য নিজেরা করিঃ নতুন পথে বাংলাদেশের উন্নয়ন

বাংলাদেশে আয় কম হওয়াই দারিদ্র্যের একমাত্র কারণ নয়। বরং লিঙ্গ বৈষম্য ও ক্ষমতাহীনতা, মৌলিক সেবা সুবিধা বিশেষ করে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার প্রাপ্যতার অভাব, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সাধারণ জনগণের প্রতিনিধিত্ব না থাকাও দারিদ্র্য সৃষ্টি করছে। দারিদ্র্যের কবল থেকে মুক্তি পেতে সরকার নানা রকম পদক্ষেপ নিয়েছে। এমনই একটি পদক্ষেপ সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন(এসডিএফ) প্রতিষ্ঠা করা। জুন ২০০১ সালে কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন পদক্ষেপ বাস্তবায়নের উদ্দেশে এই অলাভজনক প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে। এর উদ্দেশ্য সঠিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকও সংস্থাটির **সামাজিক বিনিয়োগ কর্মসূচি নামের একটি প্রকল্পের (এসআইপিপি)** মাধ্যমে এসডিএফের সঙ্গে যুক্ত হয়। গরীব জনগণকে সামাজিক সহায়তা এবং আয়বর্ধক কর্মকান্ডে উৎসাহিতকরণের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুদ্র আকারের অবকাঠামো সেবা প্রদানের জন্য বিশ্বব্যাংক পাইলট প্রকল্প হিসাবে এসআইপিপি গ্রহণ করে। একই সঙ্গে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিও প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। যাতে স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মকান্ডে গরীব জনগণের অংশগ্রহণ ও কথা বলার শক্তি সঞ্চারিত হয়। প্রকল্পটির আওতায় এখন মঙ্গা পীড়িত জেলাগুলোও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

প্রকল্প এলাকা-জামালপুর ও গাইবান্ধাঃ

জামালপুর ও গাইবান্ধা জেলায় ব্রহ্মপুত্র নদীর বিপরীত দিকে প্রকল্প এলাকার অবস্থান। এই দুটি এলাকাতে অসহায় হতদরিদ্রদের বসবাস বেশি। প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটিভিত্তিক কর্মপরিকল্পনায় গ্রামের জনগণের নিজেদের উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার নির্ধারণে ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে। তাদের অগ্রাধিকার বিবেচনায় রেখে ইতিমধ্যে 'কমিউনিটি এ্যাকশন প্ল্যান' প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠীর নিজস্ব অর্থায়নে ক্ষুদ্র আকারের অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া, নির্দিষ্ট গরীবদের মাঝে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা, দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ সেবাসুবিধা দেয়া হচ্ছে। গ্রাম উন্নয়ন কমিটি বা ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কমিটির (ভিডিসি) মাধ্যমে তদারকি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। ভিডিসি'র নির্বাহী কমিটি গ্রামীণ উন্নয়ন ও প্রকল্প সংক্রান্ত কর্মকান্ড তদারক করে থাকে। প্রকল্পটির অন্যতম আদর্শগত দিক হচ্ছে জনগোষ্ঠীর নিজস্ব অবকাঠামো নির্মানে ১৫ শতাংশ খরচ তারা নিজেরাই বহন করে।

প্রকল্পের এ যাবতকালের অগ্রগতি

বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় ২০০৩ সালে। বাস্তবায়িত হচ্ছে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে। ২০০৭ সালে প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে জামালপুর ও গাইবান্ধার ১৪শ' গ্রাম এর আওতাভুক্ত হবে। প্রাথমিক ভাবে দুই জেলায় প্রকল্পটির সুবিধাভোগীর সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ৩০ লাখ। প্রকল্পটির উল্লেখযোগ্য সাফল্য নিচে তুলে ধরা হলো।

- প্রায় ৫শ' গ্রামে ইতিমধ্যে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (ভিডিসি) গঠন করা হয়েছে। আরো ৯শ' কমিটি গঠনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। সামাজিক এই প্রতিষ্ঠানগুলো ৯শ' শাখা প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করবে। এর আওতায় গ্রামীন রাস্তাঘাট, টিউবওয়েল, কালভার্ট এবং স্কুল নির্মান করা হবে।

- প্রায় ১৪শ' কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা, ১ হাজার ৫৬২টি কালভার্ট এবং ১ হাজার ৯৩৬টি হস্তচালিত নলকুপ স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে কিংবা কমিউনিটির লোকজন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আছে।

- প্রকল্প এলাকায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সুশাসন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রচার চালানো হচ্ছে। প্রায় ৫ হাজার হতদরিদ্র মানুষকে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্র আকারে আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম (আইজেএ) পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি সহায়তা দেয়া হয়েছে।

- পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের জন্য ৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ফেনী, মানিকগঞ্জ ও সিলেট জেলার ৬টি গ্রামের ৪ হাজার ৪৩৩টি পরিবার এই প্রকল্পের সুবিধা পাবে। এর সঠিক বাস্তবায়ন সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্বের (পিপিপি) ভিত্তিতে গ্রাম পর্যায়ে পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে নতুন দিক উন্মোচন করবে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এধরণের একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণের কাজও প্রক্রিয়াধীন আছে।

মঙ্গা প্রতিরোধে পাইলট কর্মসূচী

মঙ্গা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের মৌসুমী খাদ্যাভাব। কাজের অভাব দেখা দেয়ায় বছরের নির্দিষ্ট একটি সময়ে হতদরিদ্রদের আয় রোজগার থাকে না। ফলে হতদরিদ্র পরিবার খাবার সংগ্রহ করতে পারে না। প্রায় প্রতি বছরই মঙ্গার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়ে ডিসেম্বর পর্যন্ত (আমন ফসল ঘরে তোলার পূর্ব পর্যন্ত) মঙ্গা স্থায়ী হয়। মঙ্গার তাৎক্ষণিক বিরুপ প্রভাবে বেকারত্বের হার বেড়ে যায়। ফলে, পরিবারের আয় কমে যাওয়ায় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হয়।

মঙ্গা উপদ্রুত এলাকার সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং গরীবদের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনায় এনে প্রকল্পটি সেখানেও বিস্তৃত করা হয়েছে। মঙ্গা রোধে পাইলট প্রকল্প নেয়া হয়েছে ৪টি জেলার মঙ্গা উপদ্রুত উপজেলাগুলোতে। জেলাগুলো হচ্ছে কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, রংপুর ও লালমনিরহাট। ২০০৫ সালের মধ্যে মঙ্গা সমস্যা নিরসনে এই পাইলট প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে। বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে বাস্ত বায়নযোগ্য পাইলট প্রকল্পটির মাধ্যমে মঙ্গাকালীন সময়ে আক্রান্ত পরিবারগুলোর তাৎক্ষণিক আয় বাড়ানোর পদক্ষেপ নেয়া হবে। পদক্ষেপগুলো হচ্ছে-

- ক্ষুদ্র আকারের কমিউনিটি অবকাঠামো নির্মানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা,
- আয়বর্ধক কর্মকান্ডে দক্ষতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান,
- পিকেএসএফের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সুবিধা,
- যে সব পরিবার ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণে সামর্থ্য নয়, তাদের জন্য প্রাথমিক পুঁজি সরবরাহ ব্যবস্থা গ্রহণ।

পরবর্তী কার্যক্রম

সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক এসডিএফের সঙ্গে পরিচালিত এই প্রকল্পটির অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছে। মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নজনিত চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিতকরণসহ পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা স্থির করা ছিল এই পর্যালোচনার মূখ্য উদ্দেশ্য। তাতে সামগ্রিকভাবে প্রকল্পটির সাফল্যই উঠে এসেছে এবং প্রধান উন্নয়ন লক্ষ্য সমূহ অর্জন সম্ভব হয়েছে। যদিও প্রকল্পটি সঠিক পথেই এগুচ্ছে, তথাপি বাস্তবায়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক ইস্যুতে আরো কিছু পদক্ষেপ নেয়ার বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে। যা পরবর্তী মাসগুলোতে করা হতে পারে। এরমধ্যে রয়েছেঃ

- কোন কোন জটিল বিষয়ে যেমন আর্থিক ব্যবস্থাপনায় গ্রাম উন্নয়ন কমিটিগুলোর (ভিডিসি) দক্ষতা বৃদ্ধি,

- প্রকল্পটির অধীনে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানগুলোর টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা নিশ্চিত করা,

- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন এবং কার্যকর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়িত পরিসম্পদেও স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করণ,

- গ্রাম পর্যায়ে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং জবাবদিহিতার সংশ্লেষ ঘটানো। যেমন তথ্যের আদান প্রদান এবং গ্রামের উন্নয়ন কর্মকান্ড তদারকিতে সবাইকে উদ্বুদ্ধকরণ বা অন্তর্ভুক্তকরণ,

- কোন জটিলতা দেখা দিলে এসডিএফকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা। প্রয়োজনে কোন সমস্যাদি চিহ্নিত করে তা জানানো।

স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নের মহৎ এই উদ্যোগের সঠিক বাস্তবায়ন সাফল্য প্রতিনিয়তই আরো নতুন প্রকল্প গ্রহণের সুযোগ তৈরি করছে। সমাজভিত্তিক উন্নয়নে উন্মোচিত হচ্ছে সম্ভাবনার নতুন পথ। পাশাপাশি সরকার ও এসডিএফের নেয়া প্রকল্পটি ভূমিকা রাখছে দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রের (পিআরএসপি) প্রধান লক্ষ্যসমুহ অর্জনেও। আর এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পিআরএসপি নেয়া হয়েছে দারিদ্র্য হ্রাস এবং গরীব জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্যই।

অক্টোবর ২০০৫